

বতিকা

বারাসাত্ত সরকারি
মহাবিদ্যালয়

দর্শন বিভাগ

২০২০-২১

---:সূচিপত্র:---

নিবন্ধ	লেখক/লেখিকা র নাম	পৃষ্ঠা নং
করোনার কথা	অরিত্রা বিশ্বাস	2
প্রকৃতির পুনরুজ্জীবন	দীপশিখা রায়	5
ফিরে দেখা	ঈশিকা সরকার	10
lockdown diary	মনীষা কুন্ডু	15
নেতির মধ্যেই ইতি	মৌমিতা বিশ্বাস	19
করোনা কাল: এক	পর্ণা সরকার	22
অভূতপূর্ব সঙ্কট	তমালিকা বিশ্বাস	32
অন্তরালে	অনিন্দিতা রায়	25
প্রত্যাশা		
...		
কবিতা		
covid-19 positive, We Shall Overcome	দিশা পাল	3
পরিবেশের জন্য ভাবনা	জয়িতা দাস	8
গৃহবন্দি মানুষ	কৃষ্ণা ঘোষ	13
বলতে পারো?	মেঘা দে	17
উপহার	মানসী বিশ্বাস	20
ভারতের আদর্শ	পিয়ালী ঢালী	23
online যুগ	পায়েল ঘোষ	27
আমরা করব জয়	প্রজ্ঞা মজুমদার	28
বিনাশ	প্রিয়াঙ্কা ঘোষ	30
হাল ছেড়ো না বন্ধু	সুমনা ডুক্ত	33
নবজাগরণ	সায়ন্তনী মুখার্জী	34
করোনার দিনগুলো	সোমা মন্ডল	36
করোনা: করণীয়	রত্না পাল	39

—:সূচিপত্র:—

অঙ্কন	পৃষ্ঠা নং
আসরিভা পারভীন	9,14
অনিন্দিতা রায়	18
অরিত্রা বিশ্বাস	4
দীপা অধিকারী	21
নাজমুন নাহার খাতুন	24,31,35
শুভজিৎ পাল	38
স্নেহা পাল	40
নাটক	লেখিকা দেৱ নাম
রংবদল	পায়েল ঘোষ, পিয়ালী ঢালী, সুমনা ভুক্ত, রত্না পাল, সঁশিকা সরকার
	41

করোনার কথা

আজকের এই ২০২০ সালে যে মহামারী রোগটি উৎপন্ন হয়েছে তাতে বহু মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন। এরই মধ্যে বহু হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুও হয়েছে। এর জন্য সরকার আমাদের ভালোর জন্য দেশে লকডাউন ঘোষণা করেছেন। এমনকি স্কুল, কলেজও আজ বন্ধ। বলা হয়েছে যে সবাইকে সচেতন হতে হবে, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে, কিন্তু কোথাও এটা বলা হয়নি যে মানসিকতার দূরত্ব বজায় রাখতে। তবে কিছু কিছু মানুষ সামাজিক দূরত্বের সাথে সাথে মানবিকতার দূরত্বও বজায় রাখছেন।

জানেন তো, এইরকম কিছু মানুষের জন্য অনেকেই আজ আতঙ্কে রয়েছেন। কারন! হ্যাঁ, করোনার ভয় তো আছেই, কিন্তু তার থেকে বড়ো আতঙ্ক হল এই যে, যদি কারো অসুখটা হয়, তখন! তখন কি হবে? যদি এই খবরটা কারো কানে যায়, তখন তো প্রথমেই ঘর, বাড়ি ছাড়া করবে।

এই আতঙ্কেই তারা আছে। করোনা থেকে সুস্থ হওয়ার পরেও প্রতিবেশীরা বাড়িতে ঢুকতে দিচ্ছে না, পাড়া ছাড়া করছেন, এমনকি যারা ডাক্তার, নার্স, পুলিশ এনাদেরকেও বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। এরকম খবর তো আমরা কতই পাচ্ছি। আচ্ছা যারা আক্রান্ত হচ্ছেন, তারা কি শুধুই নিয়ম-কানুন না মানার জন্য আক্রান্ত হচ্ছেন? তাহলে যারা সাফাইকর্মী, যারা নার্স, ডাক্তার, পুলিশ তারা তো এই মহামারীর সঙ্গে সামনে থেকেই লড়াই করছেন। এরা যদি কাল থেকে আমাদের জন্য লড়াই করা বন্ধ করে দেয়, তাহলে কি হবে ভেবে দেখেছেন? আচ্ছা আপনার নামটিও যদি কাল করোনা পজিটিভ লিস্ট-এ থাকে তখন কি করবেন? চেপে যাবেন ব্যাপারটা? আর এইভাবেই আতঙ্কে থাকা মানুষদের করোনা পজিটিভ হওয়ার খবর বাড়তেই থাকবে আমাদের সচেতনতার অভাবে, মানবিকতার অভাবে। হ্যাঁ, সামাজিক দূরত্বটা অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু মানসিক দূরত্ব নয়। দয়া করে কারো সাথে খারাপ ব্যবহার করবেন না এই দুর্দিনে। সবার পাশে থাকুন, দূরত্ব বজায় রেখে সকলকে সাহায্য করুন।।



অরিত্রা বিশ্বাস
তৃতীয় বর্ষ

Covid-19 Positive

যেখানে চাহি
সেথায় করোনা
কি করি মা ত্রিনয়নি।।
মানুষের ভিড়ে
আজ মানুষই নাই,
আছে শুধু তার মৃতদেহখানি।।
দুঃশ্চিন্তায় তুমি
দুঃশ্চিন্তায় আমি,
দুঃশ্চিন্তায় এই ভুবনবাসিনি।।
যেখানে তাকাই
সেখানেই হাহাকার
কারো মুখে নাই হাসি।।
দিকবিদিক পড়ে দেহ
নেই তাতে কোনো প্রাণ।।
সবাই নয়নে জল আনিয়া
বলে...
তবে নেই কি করোনার
অবসান??

We Shall Overcome

সবার থেকে দূরত্ব বজায় রেখে
মুখে পরো মাস্ক।।
দেখবে ঠিক এমনিভাবে
করোনার হবে বিনাশ।।
করোনা থেকে বাঁচতে হলে
থাকো বদ্ধঘরে।।
করোনা থেকে মুক্তি পেতে হলে
ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়াতে
হবে গায়ে।।
ইমিউনিটি কিভাবে বাড়বে দেহে??
প্রশ্ন জাগে মনে।।
কিছু ঘরোয়া পদ্ধতিতে
এর সমাধান হবে।।
গায়ে গায়ে লাগলে ছোঁয়া,
মনে লাগে ভয়।।
এই ভয় থেকে দূরে সরে
করোনাকে করতে হবে জয়।।



দিশা পাল
দ্বিতীয় বর্ষ

Artist- Aritra Biswas
Subject- Current world situation of
corona virus
Medium- pencil sketch on drawing
paper



অরিত্রা বিশ্বাস
তৃতীয় বর্ষ

করোনা: প্রকৃতির পুনরুজ্জীবন

“করোনাভাইরাস” নামটির উৎপত্তি লাতিন শব্দ করোনা থেকে যার অর্থ “মুকুট” বা “হার”। করোনাভাইরাস ১৯৩০-এর দশকে প্রথম আবিষ্কৃত হয়। প্রথমদিকে মুরগির মধ্যে সংক্রামক ব্রুকাইটিস ভাইরাস হিসেবে এটি প্রথম দেখা যায়। পরে সাধারণ সর্দি-হাঁচি-কাশিতে আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে এরকম দুই ধরনের ভাইরাস পাওয়া যায়। মানুষের মধ্যে পাওয়া ভাইরাস দুটি ‘মনুষ্য করোনাভাইরাস ২২৯ই’ এবং ‘মনুষ্য করোনাভাইরাস ওসি৪৩’ নামে নামকরণ করা হয়। তবে ২০১৯ এ যে নোভেল করোনা ভাইরাস বা কোভিড ১৯ নামক ভাইরাসটির সংক্রমণ শুরু হয়েছে সেটির সংক্রমণ হার অত্যন্ত বেশি। ফলে এটি চীনের উহান প্রদেশে শুরু হলেও মহামারী থেকে অতিমারীর রূপ নিয়েছে। করোনা ভাইরাস প্রাণঘাতী ভূমিকা নেয় ২০১৯ সালের শেষের দিকে, যা বর্তমানে সমগ্র বিশ্বের কাছে মহামারীর ভূমিকা নিয়েছে। হাঁচি ও কাশির মাধ্যমে সৃষ্ট জলকনার ফলে আক্রান্তের সংস্পর্শে অপর ব্যক্তি আক্রান্ত হতে পারে। সেই কারণে আমাদের উচিত সামাজিক দূরত্ব স্থাপন করে থাকা, যাতে কোনো কোভিড আক্রান্তের সংস্পর্শে এসে কোনো সুস্থ মানুষ কোভিড আক্রান্ত না হয়ে পারে। বর্তমানে করোনা ভাইরাসের কারণে প্রায় ৮ লক্ষের বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন, এখনো প্রায় আড়াই কোটি মানুষ কোভিড আক্রান্ত। তবে এর মধ্যে আশার খবর হলো এই যে, এর মধ্যে প্রায় দেড় কোটির উপরে মানুষ সুস্থও হয়ে গেছেন। আমরা মানুষেরা পৃথিবীর সাথে এতদিন যা যা করে এসেছি হয়ত এটা তারই বদলা। মানুষ যত ইচ্ছা গাছ কেটেছে, পশু পাখি হত্যা করেছে, জলাশয় নষ্ট করেছে। পৃথিবীকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে।



তাছাড়া আমরা আমাদের পরিবেশকে নানাভাবে দূষিত করেছি। পরিবেশের বেশিরভাগ দূষণ মানুষের বিভিন্ন দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের ফলেই হয়ে থাকে। শব্দদূষণ, জলদূষণ, বায়ুদূষণ, মাটিদূষণ মানুষের দৈনন্দিন কাজের জন্যই হয়। আমরা একপ্রকার বসুমাতার ওপর অত্যাচার করেই চলেছি। যানবাহনের হর্ন, সড়কের দ্রুততাসম্পন্ন যানবাহনের শব্দ রাজধানীবাসীর নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠেছে। যত্রতত্র আবর্জনা ফেলে আমরা আমাদের পরিবেশকে নষ্ট করছি। গঙ্গা, আমাদের পবিত্র নদী মানা হয়। কিন্তু আদেও কি গঙ্গাকে পবিত্র বলা যায়? এই নদীর অনেক শাখা নদ নদী রয়েছে। শহরের অপরিশোধিত নোংরা বর্জ্য সরাসরি গঙ্গায় এসে মিশছে। আমরাই দূষিত করে চলেছি আমাদের পবিত্র নদীকে। শুধু নদীই কেনো, বন - জঙ্গল সবই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমাদের জন্যই। বর্তমানে সরকার গঙ্গা প্ল্যান তৈরি করে গঙ্গাকে দূষণমুক্ত করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা চালাচ্ছে, কিন্তু সাধারণ মানুষের অজ্ঞতার কারণে গঙ্গা দিন কে দিন আরো দূষিত হয়েই চলেছে। একাধারে পুজোর ফুল - সামগ্রী, কলকারখানার দূষিত রাসায়নিক সবই মিশছে গঙ্গায়। অন্যদিকে মানুষ বনজঙ্গল নিঃশেষ করে, যথেষ্ট গাছ কেটে সেখানে মাল্টিপ্লেক্স বিল্ডিং, শপিং মল, রেস্টুরেন্ট ইত্যাদি তৈরি করছে। ফলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক সার্ভের দরুন জানা গেছে যে, গত দশ বছরে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ২ ডিগ্রির ও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের ফলে মেরু প্রদেশের বরফ গলে যাচ্ছে, জলস্তর বাড়ছে। এরকম ভাবেই চলতে থাকলে আর কয়েক দশকের মধ্যেই পৃথিবীর বহু দেশ মহাদেশ জলের তলায় তলিয়ে যাবে, যার অবশ্যস্তুাবী ফল হলো পৃথিবীর ধ্বংস।



প্রায় ৬০ বছর ধরে ভূ-প্রকৃতি দিবস পালন করা হয়ে আসছে। যখন থেকে মানুষ জানতে পেরেছে যে পৃথিবীর ভূ-প্রকৃতি কতটা আক্রান্ত হচ্ছে, জলাশয়ের জল দূষিত হচ্ছে, মাটি, হাওয়া দূষিত হচ্ছে, তখন থেকেই মানুষ পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে। বর্তমানে লকডাউন পরিস্থিতিতে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস বাদ দিয়ে অন্যান্য দ্রব্যের কলকারখানা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকার কারণে পৃথিবীর দূষণ কমে এসেছে অনেক অংশে। পৃথিবীতে এখন ফুল, ফল, গাছ, পাতার প্রাচুর্য দেখা যাচ্ছে। পশু, পাখির সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

বর্তমানে করোনা মোকাবিলায় সরকার উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় ল্যাবরেটরি তৈরি হয়েছে। বর্তমানে ভারতেই পি.পি.ই কিট তৈরি হচ্ছে। ভারত আশ্বে আশ্বে আত্মনির্ভর হচ্ছে। এছাড়াও বিভিন্ন এন.জি.ও উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছে। সাধারণ মানুষ লকডাউনে গৃহবন্দি। লকডাউনের ফলে সাধারণ মানুষ বিনা কারণে বাইরে বেরোচ্ছে না, ফলে যানবাহন কম চলছে, দূষণের মাত্রা অনেকটা কমেছে। বিশেষ দরকারে বেরোলেও মাস্ক, স্যানিটাইজার, গ্লাভস ইত্যাদি এখন নিত্যসঙ্গী। আমাদের এখন উচিত সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা। হাত মাঝ মাঝেই সাবান দিয়ে অন্তত ২০ সেকেন্ড ধোয়া এবং বিনা কারণে বাইরে না বেরোনো। একমাত্র এইসব সাবধানতা অবলম্বন করলেই আমরা করোনার বিরুদ্ধে মোকাবিলা করতে পারবো।

এককথায় পৃথিবী নিজেকে সুস্থ রাখার জন্যই বোধহয় এই করোনা নামক ভাইরাস এনেছে। আমরা যদি পৃথিবীকে করনামুক্ত করতে পারি এবং পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় রাখতে পারি তবে সেটাই হবে সবচেয়ে বড়ো প্রাপ্তি।



দীপশিখা রায়
তৃতীয় বর্ষ

পরিবেশের জন্য ভাবনা

আশেপাশে দেখি যা কিছু বিরাজমান রয়,
তাকেই সকলে পরিবেশ কয়।
স্নিগ্ধ শান্ত পরিবেশ দিনে দিনে হারিয়ে,
সকলের মতে প্রকৃতি বাঁচবে সচেতনতা বাড়িয়ে।
কিন্তু কজন আর মানে সে কথা, বলার সময়
এভাবে কি আর পরিবেশকে নির্মল করা যায়?
একদিকে চলবে সবুজ অভিযান
অন্যদিকে বলা হবে একটি গাছ, একটি প্রাণ।
তবুও তো ধ্বংস হচ্ছে অরণ্য, প্রাণ, গাছ।
নিত্যনতুন রোগের বাহক বাড়ছে বর্তমানে।
তাইতো এত রোগ বাড়ছে; কিন্তু একটুখানি সচেতনতা
হয়েছে কি কারো মনে?
রোগমুক্ত হতে চাইলে নির্মল পরিবেশ চাই
সবারে বাঁচাতে চলো একত্রে সবাই।
রোগে নয়, সুস্থ শরীর চাই
সবার আগে পরিবেশকে নির্মল করো তাই।।



জয়িতা দাস
দ্বিতীয় বর্ষ



Artist- Asriva Parvin
Subject-Fight Corona
Virus
medium- oil pastel
color on art paper



আসরিভা পারভীন
তৃতীয় বর্ষ

ফিরে দেখা



১২ বছর স্কুল জীবনকে স্মৃতির খাতায় তুলে কলেজে পা রাখা এক অজানা আনন্দের মধ্য দিয়ে দিন যাপন। কলেজে পড়ার বিষয় হিসাবে চয়ন করলাম দর্শন। যদিও দর্শনকে পড়ার বিষয় হিসাবে বেছে নেওয়ার পথটা অতটাও সহজ ছিলনা আমার কাছে। ভালো নম্বর পাওয়ার দরুন আমাকে শুনতে হয়েছে - 'এত ভালো নম্বর পেয়েও দর্শন!' ইংরেজি নিলে তো তাও কাজে দিত, অন্তত দুটো **tution** তো করতে পারতি। এতে কি আর রুটি রুজি হয়? ব্যাচে যেদিন প্রথম দর্শন পরতে গেছিলাম - স্যার বলেছিলেন '**Philosophy**' শব্দটি দুটি গ্রিক শব্দ থেকে এসেছে।

'philos' শব্দের অর্থ হল 'অনুরাগ' এবং 'sophos' শব্দের অর্থ হল 'জ্ঞান'। অর্থাৎ '**Philosophy**' শব্দটির অর্থ এই দাঁড়ায় যে 'জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ'। শব্দটি শুনেই মনে এক অজানা আগ্রহ ভর করেছিল বিষয়টা সম্পর্কে জানার। তারপর শুরু হল পথ চলা। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে আমরা নিজেদের ভীষণ বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তাধারার অধিকারি মনে করি। অথচ এই আমরাই আবার দর্শনকে মানতে নারাজ। কিন্তু একটু যদি পিছনে ফিরে তাকাই, একটু যদি বিজ্ঞানের ইতিহাসটাকেই ঘেঁটে দেখি তাহলে দেখতে পাব মানুষের অসীম জ্ঞানভাণ্ডার দর্শনকে। দর্শনই প্রথমবার অধ্যয়ন করার চেষ্টা করেছিল সমস্ত জীবের বাসস্থান এই পৃথিবীর মূলে কি আছে? প্রকৃতিকে অধ্যয়ন করার পথে প্রথম পা রাখে দর্শন। দর্শন কখনোই আত্মকেন্দ্রিক নয়। দর্শন তা নিজস্ব সত্তায় ভীষণ মুক্ত সকলের কাছে। দর্শন-এর আলোচনা-সমালোচনার বিষয় মানুষ, তার পরিবেশ, ধর্ম, মহাবিশ্ব থেকে শুরু করে রাজনীতি, গনিত ছাড়াও সকল বিষয়কে কেন্দ্র করে এবং এই সমস্ত আলোচনাই বিশ্লেষণাত্মক ও খাঁটি। দর্শন এমন একটা বিষয় যা প্রতি মুহূর্তে মানুষের মনে নানান ধরনের প্রশ্ন তোলে এবং তার উত্তর খুজতে বাধ্য করে। কারণ, দর্শন জেসব প্রশ্ন তোলে তার একটি স্থায়িত্ব গুণ আছে, যুগযুগ ধরে সেসব প্রশ্ন মানুষকে আগ্রহী, কৌতূহলী, সন্ধিৎসু করে তোলে। **Russel** তার '**Problems of Philosophy**' র '**The value of Philosophy**' তে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন - পদার্থবিজ্ঞান বা অন্যান্য বিজ্ঞান অবশ্যই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে খুবই উপযোগী। বিজ্ঞান অবশ্যই আমাদের দৈহিক ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটায়, কিন্তু দর্শন আমাদের মানসিক ক্ষুধার নিবারন করে। আসলে আমরা অন্যান্য সকল বিষয়কে শুধু সেই বিষয় অনুজাই পড়ি। যেমন যদি ইতিহাসের কথা ধরি তাহলে দেখতে পাব ইতিহাস শুধু নিজের পথ চলার কথাই বলে আসে। কিন্তু দর্শন কখনোই তেমন নয়। তার ইতিহাস জ্ঞানের যেকোনো শাখার চেয়ে প্রাচীন। তাই দর্শনকে '**Mother of all Knowledge**' বলা হয়। তাই যারা মানসিক ক্ষুধার নিবারণকে মূল্যবান মনে করেন তাঁরা কখনোই দর্শনের মূল্যকে অস্বীকার করতে পারেননা। দর্শনে যতই অনিশ্চয়তা থাকুক না কেন, দর্শন আমাদের সাহায্য করে গোঁড়া অন্ধবিশ্বাস থেকে আমাদের মনকে উন্মুক্ত করতে। যদি আমরা বর্তমান সময়ের কথাই ধরি তাহলেও আমরা দর্শনের ভূমিকা অগ্রাহ্য করতে পারিনা। কারণ আদিযুগ থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত দর্শন আমাদের সবসময় পথপ্রদর্শক, সকল প্রকার অনিশ্চয়তা থাকা সত্ত্বেও জীবনকে উপভোগ করতে, সংশয় মুক্ত হতে ও উদার হতে সাহায্য করেছে। দর্শনচর্চা মানুষকে স্বার্থপর না হয়ে, সংকীর্ণ মনভাবাপন্ন না হয়ে সকলের জন্য বাঁচতে শেখায়, সকলকে সাহায্য করতে শেখায়। তাই দর্শনকে ছাড়া আমরা মূল্যহীন।



Russel এর মতে দর্শনচর্চা করতে হবে শুধুমাত্র কোন প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য নয়, কারন কোনো প্রশ্নের কোনও নির্দিষ্ট উত্তর কখনোই পাওয়া যায়না। এইযে আমরা জীবনে চলার পথে বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখিন হই তা আমাদের বৌদ্ধিক কল্পনাকে প্রসারিত করে। আমাদের মনকে গোঁড়ামি থেকে মুক্ত করে এমনকি আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তিতে থাকা অনেক পথ নির্দেশক ধারনাসমূহ দার্শনিক চিন্তাধারার বোধগম্য শক্তি দ্বারা প্রথম স্বীকৃত হয়েছিল। সুতরাং বিজ্ঞানকে তৈরি করার আগে আমাদের বিজ্ঞানের দর্শন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কারন দর্শন আমাদের মনকে জগতের সাথে, সর্বোচ্চ ভালোত্বের সাথে একসমান হতে সাহায্য করে। অর্থাৎ দর্শন যেমন উন্মুক্ত তেমনি তার গ্রাহকের মস্তিস্ক-এর সাথে চিত্তও হবে উন্মুক্ত।



ঈশিকা সরকার
দ্বিতীয় বর্ষ

গৃহ বন্দি মানুষ

কখনও কি ভেবেছিলাম কেমন আছি
তার উত্তরে খুব ব্যস্ত আছি বলা যাবে না।
কখনও কি ভেবেছিলাম মহাশক্তিশালী
পরাক্রমি মানুষ বিশ্বব্যাপী হবে গৃহবন্দী।
এভারেস্ট তো সেই কবেকার কথা
চাঁদ ছুয়ে আমরা মঙ্গলে দিয়েছি পাড়ি।
আজ মনে হয় সবাই তুচ্ছ,
শুধু আছি আমরা আর এই মহামারী।
কখনও কি ভেবেছিলাম মানুষের তৈরি রাস্তায়
পশুপাখি করবে টহলদারি।
কখনও কি ভেবেছিলাম অনেক শহর নাকি
ঘুমায় না তারাও বলবে আমরা ঘুমাতে চাই।
আমরাও ঘুমাতে পারি বিশাল এই পৃথিবী,
কত রঙে রূপে ভরা ধ্বনি, গরিব, সাদা
কালো সবাই আজ লকডাউনে বাঁধা।
কখনও কি ভেবেছিলাম ছুটি পেলে
মন হবে না খুশি।
কখনও কি ভেবেছিলাম সকলের একই
সমস্যা, গরিব প্রতিবেশী থেকে অন্যত্র বিদেশী।
হয়তো হয়ে যাবে মহামারী এই লকডাউন,
ইতিহাসের অংশ, মনে করালো প্রকৃতি।
আর একবার যতই রেখা তানিউ পৃথিবীর,
মানচিত্র, আসলে এই মানব সমাজ
এই পরিবার একি বংশ।।



কুষ্ণা ঘোষ
দ্বিতীয় বর্ষ



Artist- Asriva Parvin
Subject-salute corona
virus fighters
medium- oil pastel
color on art paper



আসরিভা পারভীন
তৃতীয় বর্ষ

LOCKDOWN DIARY

Lockdown'-এর দিনগুলি নিত্য-নৈমিত্তিক একঘেয়ে জীবনের মাঝে কতগুলি ছুটির দিন, আনন্দের দিন, বিনদনের দিন, কর্মব্যস্ততার মাঝে ক্লান্তি অর্পনোদনের দিন। ছুটির দিন মানেই সকলের সঙ্গে জমিয়ে গল্প করার দিন, প্রিয় শখের চর্চার দিন, ভালোভাবে সবাইকে নিয়ে ভোজনের দিন সেইসঙ্গে অলসভাবে সময় কাটানোরও দিন।

দৈনন্দিন কর্মব্যস্ততার মাঝে আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম নিজেদের শখগুলিকে। কাগজ, রংপেন্সিল গুলো ড্রয়ারেই আবদ্ধ ছিল। আমরা আমাদের পেশা, পড়াশুনাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে দিনে দিনে ভুলে যেতে বসেছিলাম আমাদের নিজেদের শিল্পকে। **'Lockdown'** এর এই দিনগুলোতে নিত্যনতুন ছবি আঁকা, আসন তৈরি, গয়না বানানো প্রভৃতির মাধ্যমে আমরা আমাদের সেই পুরনো 'আমি' কে যেন খুঁজে পেয়েছি। এক সোফায় বসে হাতে কফি নিয়ে পরিবারের সাথে পুরনো 'গুপিগাইন বাঘাবাইন' সিনেমা দেখার আনন্দ যেন অতুলনীয়। এ যেন কোন শীততাপ নিয়ন্ত্রিত সিনেমাহলেও পাওয়া যাবে না এক 'পারিবারিক অনুভূতি'। মুক্ত আকাশের নিচে মাদুর পেতে বসে যখন বাবা আমাদের শৈশবের নানা হাসিমজার স্মৃতিগুলোর কথা বলেন, তখন বাবার মুখের সেই জোড়াল হাসি যেন 'পৃথিবীর সবচেয়ে দামি উপহার' মনে হয়। প্রতিদিন এক ক্যান্টিনের 'স্যান্ডউইচ', 'বার্গার' যেন আমাদের মায়ের হাতের 'আলুর পরোটা'র স্বাদ ভুলিয়ে দিয়েছিল। তাই এই ছুটির দিন গুলিতে সকালবেলা ফুলকো লুচি ও রাতে কসা মাংস দিয়ে একেবারে কবজি ডুবিয়ে ভোজন চলেছে। মায়ের সাথে রান্না করা ও বাবার সাথে দাবা খেলা সবকিছু আমার মনে এক গভীর আনন্দের সৃষ্টি করেছে।

The most important family sport is 'LUDO'.



ছুটির দিনগুলিতে লুডো নিয়ে মোটামুটি '**Test match**', '**one day series**' এবং অবশেষে '**worldcup**' সবই চলেছে। রাতে খাওয়াদাওয়ার পর লুডো নিয়ে একটা প্রতিযোগিতামূলক **atmosphere**-ও তৈরি হয়েছে। মাঝে মাঝে সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও করা হএছে। তাতে মা বাবা একটি উদ্বোধনী রবিন্দ্রসঙ্গিত গেয়েছেন, বোনেরা নাচ করেছে, দাদা বক্তৃতা ও আমি **anchoring**-এর দায়িত্ব নিয়েছিলাম। ভাবতে খুব ভালো লাগে যখন খাওয়ার টেবিলে সবকটা চেয়ার পূর্ণ থাকে। তবে এর মাঝে বন্ধু বান্ধবের সাথে **video call** কিংবা **online class**-এগুলির সাথে যুক্ত থাকায় আমরা অনেক সময় একটু বহিরাগত সময়ও কাটাতে পেরেছিলাম। ছাদের টবের গাছগুলোর যত্ন নেওয়া, **Aquarium**-এর মাছগুলোকে খেতে দেওয়া মোটকথা সব মিলিয়ে এক দুর্দান্ত সময় কাটিয়েছি। এই করোনা পরিস্থিতিতেও নিজের সাধ্যমত একটু বাচ্চাদের মধ্যে খাবার বিতরণের মধ্যে যে আনন্দ, বাচ্চাগুলির উল্লাস যেন এক বিশেষ পাওয়া। **Lockdown**-এর এই পারিবারিক স্মৃতিগুলোই হবে পরবর্তী কর্মব্যস্ততার সময়ে **hard working** এর রসদ।

সবশেষে, করোনা নিয়ে সবাই আতঙ্কিত ও চিন্তিত। তবুও কঠিনতম সময়ে আমরা যদি ইতিবাচক অর্থাৎ **positivity** হিসাবে আমাদের এই পারিবারিক মুহূর্ত গুলোকে নিজেদের আত্মবিশ্বাস হিসাবে ধরি তাহলে নিশ্চয়ই আমরা জয়ী হব।।



মনীষা কুন্ডু
তৃতীয় বর্ষ

বলতে পারো???

বলতে পারো
জীবন কাকে বলে?

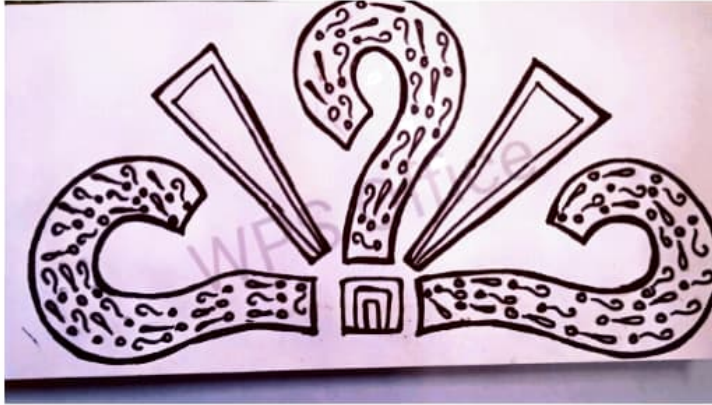
আচ্ছা, অবহেলায় রাস্তায় পড়ে থাকাকে জীবন বলে;
নাকি লেখাপড়া করে ভালো থাকাকে জীবন বলে; নাকি
অল্প পড়ে টাকার জোরে বিলাসিতায় দিন কাটানোকে
জীবন বলে !!! কোনটা? বলতে পারো??

বলতে পারো,

তুমি আর কতদিন বাঁচবে?

যখন জীবনে বাঁচা-মরার কোনো ঠিক নেই,
তাহলে কেন এত ঝগড়া, কেন এত বিদ্বেষ,
কেন এত হানাহানি-মারামারি?

যে জানেই না কাল তার জীবনের শেষ দিন কিনা,
তা সত্ত্বেও আজ এত রক্তারক্তি !!!
কেনো? বলতে পারো???



মেঘা দে
দ্বিতীয় বর্ষ



অনিন্দিতা রায়
দ্বিতীয় বর্ষ

নেতির মধ্যেই ইতি

কথায় আছে, সৃষ্টি হলে তার ধ্বংসও হবে। পৃথিবীতে কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয়, সবই ক্ষণস্থায়ী। বর্তমানে মানুষের ভুলের জন্য যে করোনা ভাইরাসটি পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে, তারও একদিন ধ্বংস হবেই। এর জন্য বিশ্ব অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। বিশ্বের হাজার হাজার শহরে লকডাউন চলছে। যানবাহনের গতি থামিয়ে মানুষকে করেছে ঘরবন্দি। এইসব নেতিবাচক দিকগুলি মানুষকে আতঙ্কিত করে তুলেছে। কিন্তু এইসব নেতিবাচক দিকের মধ্যেও কিছু ইতিবাচক দিক লুকিয়ে আছে। যেমনভাবে ঘন অন্ধকার বনের মধ্যেও আমরা জোনাকির আলো দেখতে পাই। বর্তমানে করোনার কারণে একটা আতঙ্ক ও সঙ্কট তৈরি হয়েছে বলেই আমরা সবার খোঁজ নিচ্ছি। কে কেমন আছে, কারো কিছু লাগবে কিনা, নানা বিষয়ে মানুষকে সাবধান করছি। এই হৃদয়তা, সংবেদনশীলতা কদিন আগে হয়ত ছিল না। এই পরিস্থিতি আমাদের সামাজিক একাত্মতাকে বাড়িয়ে দিয়েছে।

পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হয়েছে করোনার জন্য। সবাই আটকা পড়ে আছে বাড়ির মধ্যে। মা-বাবা, ভাই-বোন সবার প্রতি বেশি করে যত্নবান হচ্ছি। জীবনের ব্যস্ততাকে কাটিয়ে তাদেরকে সময় দিতে পারছি, গল্প করতে পারছি, ভালো সময় কাটাতে পারছি তাদের সাথে। এছাড়াও আমাদের নানা নতুন উপলব্ধি হচ্ছে। এক, ঘরের কাজে যারা আমাদের সাহায্যকারী, তাদের ভূমিকা আমাদের জীবনে অনেকটা। দুই, বহু বই বাড়িতে পড়ে আছে, যেগুলো পড়া হয়নি; বহু কথা জমে আছে, যেগুলো বলা হয়নি; বহু কাজ আছে, যেগুলো করা হয়নি।

কলকারখানা ও যানবাহন বন্ধ হওয়াতে বায়ু, জল ও শব্দ দূষণ কমেছে। মানুষ প্রকৃতিকে যতটা দেবে, প্রকৃতিও মানুষকে ততটাই দেবে। মানুষ এখন অনেকটা বিশুদ্ধ, নির্মল বাতাস পাচ্ছে, যানবাহনের কোলাহল থেকে এখন মানুষ মুক্ত।

মানুষ হয়তো এবার উপলব্ধি করতে পারবে- ধরিত্রীর তুলনায় মানুষ খুবই ক্ষুদ্র; প্রকৃতির অপব্যবহার করলে সে কোনো না কোনোভাবে বদলা নেবেই। তবে একদিন বহু মৃত্যু, বহু ক্ষতি, বহু দুঃস্বপ্ন পেড়িয়ে এ সঙ্কট কেটে যাবে। সুন্দর দিন আবার ফিরে আসবে। যেমনভাবে রাতের পর দিন আসেই।

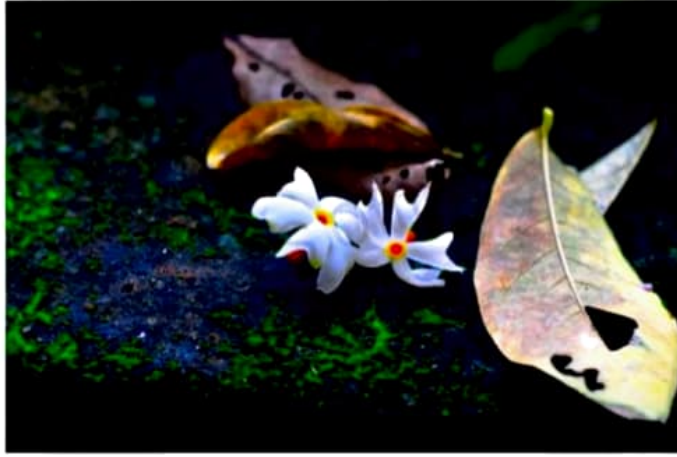


মৌমিতা বিশ্বাস
তৃতীয় বর্ষ

উপহার

ঘরের মধ্যে বন্দী আমি রয়েছি পাঁচমাস,
পৃথিবীও নাকি শান্ত এখন নীরব চারিপাশ।
স্কুল কলেজ, অফিস আদালত সবই এখন বন্ধ।
আমরা এখন সোশ্যাল মিডিয়াতে মগ্ন।
হোয়াটসঅ্যাপ আর ভালো লাগেনা, ফেসবুক লাগে
বোরিং,

ঘরের বাইরে চেয়ে দেখি ফুলের ওপর ফড়িং
ফড়িং এখনও উড়ে বেড়ায়-তিতলি বসে ফুলে,
বাড়ির সামনের আমগাছেতে আম রয়েছে ঝুলে।
দৌড়ে গিয়ে ফড়িং ধরলাম, টিল মারলাম আমে,
বুঝতে পারলাম ছোটবেলা যায়নি এখনও চলে।
সেদিন দুপুরে বৃষ্টি হল, ছিরলাম ডাইরির পাতা,
ছোট্ট একটা নৌকো বানিয়ে ভাসালাম নীরবতা।
কাজের মাঝে ছোটবেলাটাকে ফিরে চাইতাম বার-বার,
তাই হয়তো ভগবান আমাদের দিলেন এই উপহার।।



মানসী বিশ্বাস
দ্বিতীয় বর্ষ



দীপা অধিকারী
দ্বিতীয় বর্ষ

করোনা কালঃ এক অভূতপূর্ব সঙ্কট

২০২০ সালটা যেন অভিশাপের মতো নেমে এলো মানুষের জীবনে। চারিদিকে তৈরি হল এক সংকটজনক পরিস্থিতি। এক অজানা আতঙ্ক গেথে গেল মানুষের মনে। সেই আতঙ্কের নাম 'করোনা'। নামের মধ্যেই যেন লুকিয়ে আছে হাজারো নিষেধবিধি। যেমন- মাস্ক ছাড়া বাইরে যাওয়া বারণ, হাত ভালো করে স্যানিটাইজ না করে খাবার খাওয়া বারণ, জমায়েত হওয়া বারণ ইত্যাদি হাজারো নিষেধাজ্ঞা। যত দিন যাচ্ছে ভাইরাসটি নির্মূল হওয়ার বদলে আরও ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে চেপে বসছে মানুষের ঘাড়ে। প্রতিদিন মানুষকে লড়তে হচ্ছে এমন এক শত্রুর সাথে যাকে খালি চোখে দেখাও যায় না। দিন দিন এটা বৃহৎ থেকে বৃহত্তর অতিমারির আকার ধারণ করছে। হাজার হাজার লোক মরছে প্রতিদিন। ইতিমধ্যেই অনেক দেশে শুরু হয়েছে এই ভাইরাসের টীকা তৈরির প্রক্রিয়া। কিছু কিছু দেশ আবার নানা টীকা আবিষ্কারও করেছে যা তৃতীয় ধাপেও পৌঁছেছে। আবার শোনা গেছে রাশিয়ার আবিষ্কৃত টীকাটি মানবশরীরে প্রয়োগ সফল হয়েছে, যদিও তা ভারতে এসে পৌঁছায়নি। ইতিমধ্যে আক্রান্তের নিরিখে ভারত পৌঁছে গেছে দ্বিতীয় স্থানে। তবুও কিছু কিছু মানুষ এখনও অসচেতন। মাস্ক না পড়ে যত্রতত্র ঘুরে বেরাচ্ছে। রাস্তাঘাটে জমায়েত করছে। তবে কিছু মানুষ আছেন যারা সচেতন। সব রকমের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলছেন। এই মারন ভাইরাসটি প্রথম ভারতে এসে পৌঁছায় ২০২০-র মার্চ মাসে। এর ফলে মার্চ মাসের শেষের দিকে শুরু হয় লকডাউন প্রক্রিয়া। প্রথমে ১৬ দিন, পড়ে ১ মাস করে প্রায় ৬ মাস চলে এই প্রক্রিয়া। স্কুল, কলেজ, সমস্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, হোটেল-রেস্তোরাঁ বন্ধ থাকে এই ৬ মাস। এর ফলে মানব জীবনে নেমে আসে এক অর্থ সঙ্কট। বহু মানুষ হারিয়ে ফেলে তাদের কর্মক্ষেত্র। দিন আনি দিন খাই মানুষগুলোর জীবনে নেমে আসে অনাহারের কালো ছায়া। এই পরিস্থিতিতে কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আর কিছু সাধারণ মানুষের অবদান কখনো ভোলার নয়। তাঁরা এগিয়ে এসে ওই মানুষগুলোর পাশে দাঁড়ায়। আর্থিকভাবে ও নানা খাদ্যসামগ্রী দিয়ে সাহায্য করে ওই পরিস্থিতির শিকার হওয়া দরিদ্র মানুষগুলোকে। অন্যদিকে ওই পরিস্থিতিতে সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রচারিত হওয়া কিছু ভুল তথ্যের বশবর্তী হয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে মানুষজন। এই আতঙ্কগ্রস্ত মানুষের মধ্যে স্বার্থপরতা ক্রমশ দৃঢ় ও প্রকট হয়ে উঠছে। অস্পৃশ্যতা রীতি যেন আবার ফিরে এলো। যারা এই ভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছে তাদেরকে প্রায় একঘরে করে রাখা হচ্ছে। এছাড়া যেসব ব্যক্তি চিকিৎসা কর্মের সঙ্গে যুক্ত যেমন- ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীদের এবং তাদের পরিবারকে পর্যন্ত নানা অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। যারা বেসরকারি সংস্থায় যুক্ত তাদের জন্য শুরু হয় 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম।' বাড়িতে বসেই অনলাইনে অফিসের সমস্ত কাজ করছে তারা। স্কুল-কলেজ গুলোতেও শুরু হয়েছে অনলাইন ক্লাস। এই ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। তবে সুস্থতার হারও বারছে একটু একটু করে। আশা রাখছি পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে খুব শীঘ্রই। এই ঝর একদিন থেমে যাবে ঠিকই। মানুষ আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরবে।

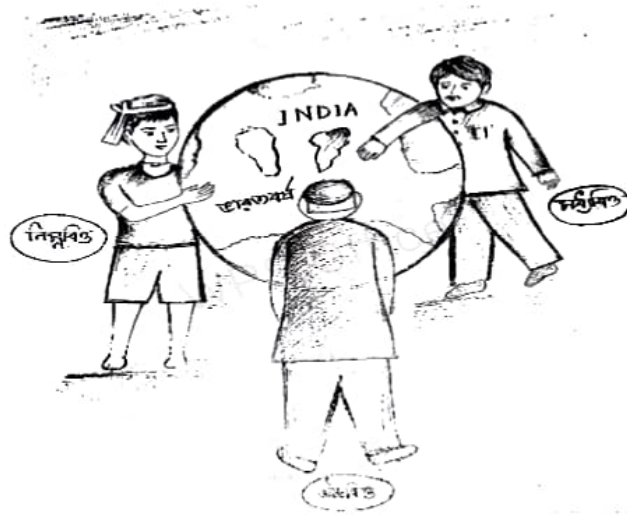
আবার খুলবে কলকারখানা, আবার ছুটবে ট্রেন,
আবার হবে রঙের উৎসব, আবার উড়বে প্লেন।।



পর্ণা সরকার
তৃতীয় বর্ষ

।।ভারতের আদর্শ।।

চারদিক সবুজে ঘেরা সাথে জলের কারুকার্য,
সেই তো আমাদের দেশ যার নাম ভারতবর্ষ।
যেখানে বসবাস আমার মতো আরও ভারতবাসীর,
যারা ধর্মে কম ভালবাসায় বেশি বিশ্বাসী।
হ্যাঁ হয়তো এসেছে আমাদের মাঝে অনেক নতুনত্বের রেশ,
তবুও এসবের মাঝে আমরা নিজেদের মানিয়ে নিয়েছি বেশ।
আদিমযুগ থেকে চলে আসছে নতুনত্বের ছাপ,
এই কলিযুগে সৃষ্ট আধুনিকীকরণের সামনে;
আর নামানো যায় কি ঝাঁপ!
উচ্চবিত্ত কি নিম্নবিত্ত সকলেরই গায়ে এখন নতুনত্বের ছোঁয়া,
এ ছোঁয়া আর হয়তো কখনও যাবে না ধোয়া।
এই নতুনত্বের ছোঁয়া ধুতেই বা কে চায়!
স্বল্প কষ্টে বিশাল সুখ তা ভোগ করতে তো সবাই চায়।
আমরা যখন এই সুখ ভোগে মত্ত থাকি বেশ,
ঠিক তার সুযোগ নিয়েই ঘটে নানাবিধ প্রাণনাসক রোগের প্রবেশ।
যখন আমাদের অধিক লোডের কারনেই এই প্রাণের ভয়,
তখন আমাদেরই এই ভয়কে দূর করে করতে হবে জয়।
হতে পারি আমরা সুখের লোভী; তবে আমাদের বুদ্ধিও কি কম যায়!
আমাদের এই বুদ্ধি দিয়েই সঠিক বাধক আবিষ্কার করে,
সব রোগকে হারিয়ে করব আমরা জয়।
নতুন কিছু করতে গেলে আসবেই তো প্রাণের ভয়,
তাই বলে কি ভয় পেয়ে থেমে থাকলে হয়!
আসুক যতই বাধা তবুও থেমে থাকবোনা মোয়া,
সব বাঁধা অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে যাবো আমরা
এক হয়ে লড়ে যেকোনো লড়াই করবো আমরা জয়।
এই তো আমাদের ভারতবাসীর প্রধান আদর্শ,
তবেই না সবার সেরা আমাদের এই ভারতবর্ষ।।



পিয়ালী ঢালী
দ্বিতীয় বর্ষ



নাজমুন নাহার খাতুন
দ্বিতীয় বর্ষ

প্রত্যাশা

সকলের সাথে সান্নিধ্য বিনষ্ট হয়েছে এখন। কেবল ভয়েরই প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। লকডাউনে ঘটে গেছে অনেককিছু, অনেক খবর আমাদের হৃদয়কে বেদনাপূর্ণ করেছে। কিন্তু তার পরেও আমরা হার স্বীকার করতে নারাজ। অনেক খবর আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, আবার অনেককিছুই আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে চাপা পড়ে গেছে। এই করোনার জন্য আমাদের দেশের ডাক্তার, নার্স প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে চলেছেন। রোগের সাথে লড়াইতে লড়াইতে অনেকে নিজের প্রানও হারিয়েছেন। কিন্তু তাও তারা পিছিয়ে আসেননি। একটি সদ্যোজাত শিশু তার মায়ের স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয়েছে, কেননা তার মা করোনা আক্রান্ত। পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর মুহূর্ত হল তখন যখন একজন মা তার সন্তানের প্রথমবার মুখদর্শন করেন। কিন্তু সেই মা-ই যদি করোনা আক্রান্ত হন তাহলে তিনি তার সন্তানকে মাতৃদুগ্ধ পান করান থেকে বঞ্চিত হন। এই অসহায় মায়ের মনের বেদনা কি একবার আমরা পড়ে দেখতে পারি। বলা হয় - 'পৃথিবীতে মায়ের মতো নিঃস্বার্থ ভাবে কেউ ভালবাসতে পারেন না।'



একজন মায়ের অসহায়ত্ব হয়ত আমরা কমাতে পারবনা। কিন্তু তার সহশক্তি ও তার অনুভূতির তীব্রতা বোঝার সামর্থ্য বোধহয় আমাদের আছে। তাই করোনা আক্রান্ত মা ও প্রতিনিয়ত রোগের সাথে যুদ্ধ করে চলেছেন নিজের শিশু কে স্পর্শ করার আকাঙ্ক্ষায়। এই মায়েদের যুদ্ধ কিন্তু প্রথম সারির যোদ্ধাদের থেকে কোন অংশে কম নয়। এই লড়াকু মায়েদের লড়াইকে আমরা সকলে কুরনিস জানাই। এই লড়াকু মায়েরা কখনো আশা ত্যাগ করেননি। সংগ্রাম করে চলেছেন রোগের সাথে। হার মেনে নেওয়ার নাম জীবন নয়। লড়াই করে বেঁচে থাকার নামই জীবন। বেঁচে থাকতে গেলে আমাদের জীবনে আশার আলো খুব প্রয়োজন। একমাত্র আশাই আমাদের শক্তি দেয় পথ চলতে। জীবন মানে বেঁচে থাকার সংগ্রাম। এই সংগ্রামে সেই বেঁচে থাকবে যার রয়েছে নিজের প্রতি পর্যাপ্ত বিশ্বাস। তাই আমরা নিজেদের প্রতি বিশ্বাস রেখে এগিয়ে যাব। আমাদের আশার আলো আমাদের পথ দেখিয়ে জীবনের সকল অন্ধকার দূর করবে।



অনিন্দিতা রায়
দ্বিতীয় বর্ষ

Online যুগ

সরস্বতী মাগো আমরা বুঝতে পারছি তোমার কষ্ট।
করোনা এসে তোমার আমার সম্পর্ক করেছে নষ্ট।
এখন শুধু তোমার সাথে **online** এ গল্প।
আগেও হতাম **online** কিন্তু অল্পস্বল্প।
এখন কিন্তু তোমাকেও বন্দী করেছে এই মোবাইল।
করোনা গেলে তোমায় অর্জন করতে আবার ছুটবো কয়েক মাইল।
টিভি খুলতেই সারাদিন করোনা আর করোনা।
তাই জন্যেই মোবাইলে সারাদিন ভিডিও আর সিনেমা।
সারাদিন এখন শুয়ে বসে কাটছে নাকো সময়।
তার মধ্যে মোবাইল এসে আরও ঠেলে দিচ্ছে কোমায়।
সারাদিন ধরে অনলাইনে আছি অনেককিছু নিয়ে।
scroll করে করে হাতটাও আজ ক্লান্ত হয়েছে গিয়ে।
সারাদিন এই **whatsapp fb** ভালো লাগে না যে আর।
আবার কবে স্বাভাবিক হবে সব কিছু হবে ছাড়।
video call এ পড়াশোনা **classroom** এ তে **notes**।
এই নিয়েই বেঁচে আছে আমাদের পড়াশোনার জোট।
বাড়িতে থেকেও ঝামেলা ভীষণ মা বকছে সারাদিন।
আগে কাজ করতে দিত না আর এখন কাজের লিস্ট বাড়ছে দিন দিন।
তাই বলে যেন আবার বাড়ির থেকে বেরিয়ো না।
কারণ জেনে রেখো অনলাইন থাকলে ঘরে থাকলে আসবে না করোনা।



পায়েল ঘোষ
দ্বিতীয় বর্ষ

আমরা করবো জয়

কে তুমি বিদেশী
কি বা তোমার পরিচয়,
চীন, ইতালি, আমেরিকাতে
আনলে কি মহাপ্রলয় !

বিশ্ববাসীর জীবন নিয়ে
খেলছ ছিনিমিনি,
তাই তো তোমার নিঃসন্দেহে
আমরা সবাই চিনি।

মহামারীর অপর রূপ
নাম তার করোনা
মৃত্যু আর মৃত্যু ছাড়া কি
তুমি আর কিছুই বোঝনা?

চীনের বুকে জন্ম নিয়ে
বিশ্বে করছ রাজ,
প্রাণহানি ছাড়া কি তোমার
নাইকো কোনো কাজ?

বিদেশ ছেড়ে দেশে এসে
নিয়েছ তুমি ঠাই,
এখন আমাদের বাঁচার জন্য
খুজতে হবে উপায়।

কিন্তু মোরা হারব নাকো
করবো এ লড়াই,
তোমার সাথে এ যুদ্ধে
জয়ী হব মোরাই।

মেনে চলব স্বাস্থ্যবিধি
মেনে চলব সামাজিক দূরত্ব,
মাস্ক, স্যানিটাইজার ব্যবহারের উপর
দেবো আমরা গুরুত্ব।

আবার হবে প্রানচ্ছল
সকল পথঘাট,
থাকবেনা এই নিস্তরতা
যে যতই চাক।

লড়ছে ডাক্তার লড়ছে পুলিশ
আর কি আমাদের চাই,
এই যুদ্ধে তোমার জেতার
সম্ভাবনাই নাই।

লড়ব মোরা একসাথে
আনব মোরা জয়,
তুমি শুধু দেখতে থাকো
তোমার পরাজয়।

বাজারে আসছে ভ্যাক্সিন
তৈরি হবে মেডিসিন,
এবারে ঘনিয়ে আসছে
তোমার শেষদিন।

এমন একটি ভোর আসবে
যখন থাকবে নাকো তুমি,
চারিদিকে থাকবে শুধু
আনন্দের প্রতিধ্বনি।।



প্রজ্ঞা মজুমদার
তৃতীয় বর্ষ

বিনাশ

কে তুমি করোনা ভাইরাস নামে
এসেছ প্রাণ নিতে এই ধরাধামে,
লক্ষ জীবন গেল চলে এই পৃথিবী ছেড়ে,
বাকি যা আছে মায়ের কোলে,
তাও কি নিতে চাও কেড়ে।

কলিতে এমন শুনছি হবে
পৃথিবী নাকি ডুববে পাপে
তাই শুদ্ধিকরণ করতে হবে।

করোনা ঠেকাতে এতো আয়োজন
পরস্পরের পাশে থাকা খুব প্রয়োজন।
বাঁচতে হলে দূরত্ব ব্যবধান
নিয়ম ভুললে চলবে না,
থাকবে না এ দেহে প্রাণ।

তাইতো বলি শোনো এবার
মানসিক দূরত্ব যা আছে সব মুছে যাক
তবে দৈহিক দূরত্ব অটুট থাক।
কিন্তু বিশ্বাস আছে আমাদের
থাকবে না এ স্তব্ধতা, চারিদিক হবে প্রাণভর।

শেষ হবে এবার তোমার খেলা
অনেক নিয়েছ প্রাণ।
যেতে হবে তোমায় এবেলা।
নতুন করে আবার জেগে উঠবে প্রাণ।

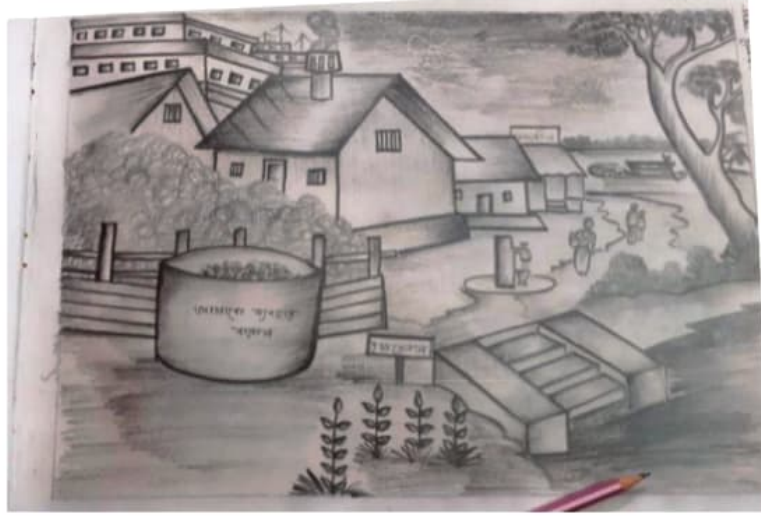


প্রিয়ান্কা ঘোষ
তৃতীয় বর্ষ



নাজমুন নাহার খাতুন
দ্বিতীয় বর্ষ

অন্তরালে



সবকিছু জিনিসের মধ্যেই ভালোদিক এবং খারাপদিক উভয়ই থাকে। কোন ক্ষেত্রে ভালো দিক বেশি ও খারাপ দিক কম আবার কোন ক্ষেত্রে খারাপ দিক বেশি ও ভালো দিক কম থাকে। যেমন বর্তমান পরিস্থিতি অর্থাৎ করোনা যাতে বিশ্বব্যাপী জনমানবের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে। কিন্তু অন্যদিকে ভাবতে গেলে বলা যায় যে করনাতে জনমানবের খারাপ হলেও পৃথিবীতে বসবাসকারী অন্যান্য জীবজন্তুদের ভালো হয়েছে। কারন করোনার জন্য মানবজীবন থমকে গেলেও অন্যান্য জীবজন্তুদের বিচরণ চলছে নির্বিচারে। আমরা সবাই জানি যে জীবজন্তুদের অবলুপ্তির পিছনে সব থেকে বড় কারন হল- পরিবেশ দূষণ। আর তাই আজ গোটা বিশ্বব্যাপী মানুষ এই মারন রোগের সম্মুখীন হয়ে থমকে গেলেও জীবজন্তুদের জীবন কিন্তু থমকে নেই, উল্টে তারা অবাধে বিচরণ করছে কারন করোনার জন্য পরিবেশ দূষণ অনেকটাই কমেছে। তাই করোনায় খারাপ দিক থাকলেও এতে ভালো দিকও রয়েছে সেটি পরিবেশের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোভিড-১৯ এর সম্মুখীনের ফলে বিশ্বের প্রাকৃতিক চরিত্র কিছুটা বদলেছে। করোনা এসে কিন্তু আমাদের আবহাওয়াকে অনেকটা স্বাস্থ্যকর করে তুলেছে। করোনার জন্য আমরা অনেকটা সময় বাড়িতে কাটিয়েছি। যার ফলে যানবাহন অর্থাৎ বাস ট্যাক্সি মোটরসাইকেল অনেকটা কম চলেছে। তাই তার দূষিত ধোঁয়াও আমাদের পরিবেশের খুব একটা দূষণ ঘটাতে পারেনি। এইবারের বৃষ্টির পরিমাণও অনেকটাই বেড়েছে অন্যবারের তুলনায়। বৃষ্টির মাত্রা বাড়ায় কৃষিক্ষেত্রে অনেক ফলন হয়েছে। করোনার কারনে আমরা আমাদের পরিবারকেও অনেক সময় দিতে পেরেছি। আবার অন্যদিকে করোনার জন্য অনেক ক্ষতি হয়েছে আমাদের অর্থনীতির উপর। সমাজের নিম্নবৃত্ত মানুষের উপর অনেক প্রভাব পরেছে। অনেকে কাজও হারিয়েছেন। কিন্তু এতকিছুর মধ্যেও করোনার জন্য সৃষ্ট ভালো দিকগুলি অন্তরালেই রয়ে গেছে। সব মিলিয়ে নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও আমরা অনেক সুখকর কর্মে নিজেদের ব্যাস্ত রেখেছি



তমালিকা বিশ্বাস
দ্বিতীয় বর্ষ

হাল ছেড়ো না বন্ধু

জীবন কখনও থেমে থাকে না
covid 19 ও থামাতে পারেনি,
দুর্গম হয়েছে পথ জানি,
আমরা কিন্তু হেরে যাইনি...

আপন ছাড়া হয়েছে বহু লোক
ঘর উজরেছে লক্ষ জনের...
তবুও তারা হাল ছাড়েনি
লড়ে চলেছে পুরো দমে...

জীবন চক্রে তো স্বাভাবিকই বটে,
উত্থান-পতনের এই খেলা,
তা না হলে আর জীবন কোথায়
যদি মাঝ সমুদ্রে, নাই ভাসলো জীবন ভেলা...

পড়াশোনা না করেও এই দশায়
শিক্ষা পেয়েছি ভরে ভরে...
কিছু শিক্ষা কাগজ কলমে নয়,
বাস্তবের সাথে লড়াই করে হয়...

মানুষ হয়ে জন্মেছি আমরা
কাজ আমাদের লড়ে যাওয়া...
একবার হেরে গেলে, হার ছাড়লে,
জানবে বৃথাই হবে মানুষ হওয়া...

শরীরটাকে ভালো রেখো
শারীরিক এবং মানসিক ও
জাত-পাত চুলোয় তুলে,
মানুষ হয়ে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ো...

নিয়মনীতি মেনে চলো
যতটুকু এই মুহূর্তের কারবার
কারণ তোমার পাশে তোমারই এখন,
সবথেকে বেশি দরকার ॥



সুমনা ভুক্ত
দ্বিতীয় বর্ষ

নবজাগরন

জ্বলবে আলো চারিদিকে,
মোছার পালা এবার অন্ধকারের...
থাকব না আর বন্ধ ঘরে
উড়বো এবার ডানা মেলে
পাব না ভয় করোনাকে
জয় করব করোনাকে।
কান্নাকে দিয়ে বিসর্জন
হাসব মোরা প্রাণ খুলে
ফিরব আবার সেই পুরনো ছন্দে !
পিছনে ফেলে করোনাকে
sanitizer, mask নিয়ে এগিয়ে যাব লক্ষ্যে
লড়ব মোরা একত্রে।
প্রাণঘাতী করোনার বিরুদ্ধে,
পারবে না মোদের হারাতে
জিতব মোরা সকলে।
এই জন্য হাত রেখেছি পরস্পরের হাতে !
ভাঙবো না কেউ এই বন্ধন
শপথ করছি মোরা, এই
থাকব মোরা একত্রে ॥



সায়ন্তনী মুখার্জী
তৃতীয় বর্ষ



নাজমুন নাহার খাতুন
দ্বিতীয় বর্ষ

করোনার দিনগুলো



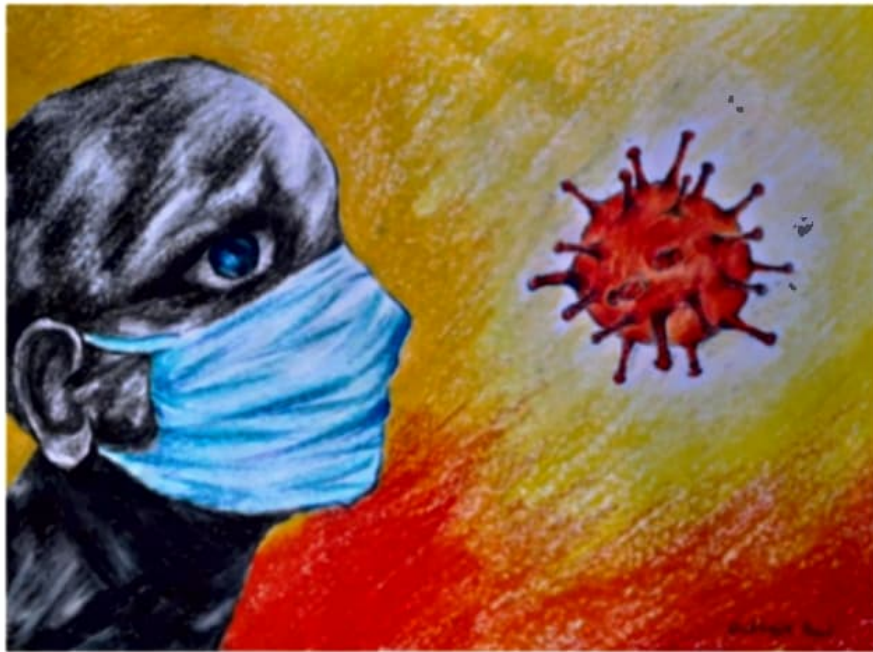
বিশ্ব আজ আতঙ্কিত করোনার ভয়ে।
এইভাবে আর কতদিন বন্দি থাকতে হবে !
লকডাউনে ভালো নেই আমাদের মন ।
বিষণ্ণতার শিকার হয়েছে বহু মানুষ এখন।
করোনায় আক্রান্ত দেশের বহুজন।
ইচ্ছা মতো বাড়ির বাইরে যাওয়া যায় না এখন।
ইচ্ছা মতো খেলা কাজ করা,
আজ নেই আমাদের হাতে।
করোনা যাতে বেড়ে না যায়,
লক্ষ্য দিতে হবে তাতে !
অল্প কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে আমাদের-
ছয়ফুট দূরত্ব সর্বদা বজায় রেখো একে
অপরের।

বাঁচাতে এ মানব সমাজ, ফেরাতে সুদিন
বারবার সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিন।
প্রয়োজন হলে মানতে হবে কোয়ারেন্টাইন,
বেরোলে বাড়ির বাইরে ব্যাবহার করুন মাস্ক,
পারলে হাতে গ্লাভস পরো, পরো সানগ্লাস !
-এই নিয়মগুলি যদি না করো পালন,
করোনা আক্রান্ত হতে পারো তুমিও এখন !

ঘরে থাকো কয়েকটা দিন বেরিয়ো না আর !
-এর ফলে হতে পারে ভালো সবার।
করোনায় আতঙ্কিত, মনে হতাশা।
পৃথিবী একদিন হবে সুস্থ, মনে আছে আশা।
ছাত্রছাত্রীরা আর স্কুল ছুট দেয় না।
বর্ষায় মাঠে আর ফুটবল খেলা হয় না।
আজ ফাঁকা ক্যান্টিন, বন্ধুদের সাথে সাক্ষাতের স্থান,
আজ ফোনে চলে আড্ডা, ঠাট্টা, মান-অভিমান।
বিষন্নতা সত্ত্বেও মনে রয়েছে আশা,
থাকবে না আর মন খারাপ, থাকবে না হতাশা।
পৃথিবী করতে রক্ষা,
আমরা মানব যোদ্ধা,
করবো করোনার সাথে যুদ্ধ।
একদিন পৃথিবী হবে সুস্থ ও করোনা মুক্ত।।



সোমা মণ্ডল
তৃতীয় বর্ষ



Name- Subhajit Paul

Subject- Awareness

Medium- Oil Pastel on Pastel Paper



শুভজিৎ পাল
তৃতীয় বর্ষ

করোনা : করণীয়

করোনা তোমার জন্মগ্রহণ
চীন নামে একদেশে;
ধীরে ধীরে গ্রাস করছো
কি ভয়ঙ্কর বেশে।।

লকডাউনে ঘরবন্দি,
মানুষ কর্মহারা;
ভ্যাকসিনেতেই হবে তোমার,
জারি জুড়ি সারা।।

মুখ যত, মুখোস ততো,
মাস্ক-বন্দি সবাই;
স্যানিটাইজারটা এখন বন্ধু বটে,
চলছে হাতের সাফাই।।

করোনা মানেই নয় যে মৃত্যু
তবুও আতঙ্ক হয়;
মনে রেখো,
রোগের সাথেই লড়তে হবে,
রুগির সাথে নয়।।



রত্না পাল
দ্বিতীয় বর্ষ



স্নেহা সাহা
তৃতীয় বর্ষ

নাটক : রংবদল

প্রথম-অঙ্ক
প্রথম দৃশ্য
করোনার জন্ম

প্রধান চরিত্র - সোহা, মোনা, করোনা
পার্শ্বচরিত্র - করোনার মা, করোনার বাবা, মোনার বাবা মা

(ফোনে দুই বান্ধবীর কথোপকথন)

মোনা : এই কাল কলেজ যাচ্ছিস তো?

সোহা : হ্যাঁ ভাই যাব তো, কিন্তু কিসব হচ্ছে চারদিকে শুনেছিস তো?

মোনা : হ্যাঁ শুনলাম তো, এখন ওসব বাদ দে তো, কাল কলেজে বসন্ত উৎসব। ওটা নিয়ে ভাব।
ভালো করে সেজেগুজে আসবি কিন্তু, কাল হেঁকি আনন্দ হবে।



সোহা : হ্যাঁ সে তো হবেই, আর আসার সময় একটা জুঁই ফুলের মালা বেশি আনিস কিন্তু, কলেজে গিয়ে লাগিয়ে নেবো ভুলে যাস না যেন।



মোনা : আরে ভাই ভুলব না রে। তুই শুধু তাড়াতাড়ি আসিস কাল।

সোহা : হুম যাবো; আজ রাখি রে, মা ডাকছে। কাল বেরোনোর আগে কল করে নেবো।

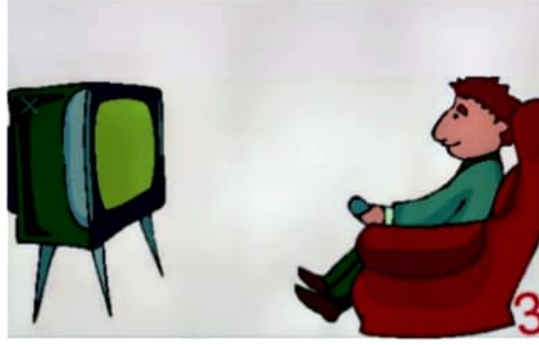
দ্বিতীয় দৃশ্য

(পরের দিন বিকেলে দোল খেলে আসার পর)

মোনার বাবা : (টিভির দিকে তাকিয়ে) হ্যারে মা, তোরা যে দোল খেলে এলি খবর দেখেছিস?

মোনা : না তো বাবা দেখিনি, কেন কি দেখাচ্ছে?

মোনার বাবা : এদিকে আমরা আনন্দে মেতে আছে, সেইসঙ্গে অন্যদিকে বেড়ে উঠেছে এক প্রাণনাশক জীব।



(এমন সময় সোহার ফোন)

সোহা : ভাই খবরে বলছে কাল থেকে নাকি কলেজ টলেজ সব বন্ধ।

মোনা : সে কি রে, কি বলিস?

সোহা : হ্যাঁ রে আরো শুনেছি ট্রেন-বাস সহ সব গাড়ি-ঘোড়া বন্ধ করা হচ্ছে।

মোনা : বলিস কি রে! তাহলে আমাদের কি আর দেখা হবে না, পুরো **lockdown**.

তৃতীয় দৃশ্য

(চীনে করোনার সম্পর্কে করোনার মা বাবার কথোপকথন)

করোনার মা : যে দয়া করিল মোর এ ভাগ্য উদয়,

সেই দয়া হইতে মোরে দেহ পরিচয়।।

তোমারে জন্ম দিয়া পাইয়াছি অনন্ত সুখ,

গর্ভে ধরিয়া সুপুত্র ভরে ওঠে বুক।।

করোনার বাবা : ছেলে আমার বড় হবে, ঘুরবে দেশ বিদেশ,

ক্রমাগত সে বেড়েই চলবে থামবেনা তার বৃদ্ধির রেশ।

মানুষ মরবে লাখে লাখে ছড়াবে জ্বরজারি,

নামকরণ তোর এই হোক করোনা মহামারী।।

করোনা : উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম

ছড়াবো আমার রাজ্য।

একে একে বাড়িয়ে তুলবো তার বিস্তার,

পাবে না কেউ আমার হাত থেকে নিস্তার।।

(করোনা তার বিস্তার ক্রমশ বাড়িয়ে চলেছে এমন সময় ভারতের অবস্থা)



সাংবাদিক গণ : সারা বিশ্বে করোনা যে ভাবে প্রভাব ফেলেছে তার হাত থেকে মুক্তি পায়নি ভারতও, দিন দিন ক্রমশ বেড়ে চলেছে আক্রান্তের সংখ্যা, আমরা দেখে নেবো জায়ান্ট স্কিনে করোনার প্রভাব ভারতের কোন কোন স্থানে কীভাবে পড়েছে।

(ইতিমধ্যে মোনা সোহাকে ফোন দিল এবং কাতর গলায় দুজনের কথোপকথন)

মোনা : ভাই একটা খারাপ খবর আছে।

সোহা : কি খারাপ খবর? কি রে, কি হয়েছে বলবি তো, তোর বাড়িতে সবাই ভালো আছে তো?

মোনা : আর ভালো ! গতকাল রাতে আমার কাকিমা মারা গেছেন। খবরটা শোনার পর থেকে মনটা খুব খারাপ রে।

সোহা : ভেঙ্গে পরিস না রে, মাথার উপর ঈশ্বর আছেন দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় অঙ্ক
কৈলাসে করোনা

(চরিত্র - যমরাজ, চিত্রগুপ্ত, নারদমুনি, মা দুর্গা, শিব, মা লক্ষ্মী, মা সরস্বতী)

প্রথম দৃশ্য

(যমরাজ ল্যাপটপে মর্ত্যলোকের অবস্থা দেখে চিত্রগুপ্তের উদ্দেশ্যে)



যমরাজ : চিত্রগুপ্ত..., মর্ত্যে আরেকজন পটল তুলেছে, যাও তো নে এসো। 'মাথার উপর ঈশ্বর আছেন' বলে মর্ত্যবাসী সব আমাদের ঘাড়ে তুলে দিয়েছেন।

চিত্রগুপ্ত : আজ্ঞে, মহারাজ যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা কই ! একটু টাকা খরচ করে আমার একখানা স্যানিটাইজার আর একখানা মাস্ক কিনে দেন।

যমরাজ : অমৃত পান করেছে তুমি, তোমার আবার কিসের ভয়? আমার ঘাড়ে এখন অনেক চাপ, তার ওপর মর্ত্যে ধনলক্ষ্মীর বাজার খারাপ। তাই আর বাজে না বকে যেটা বললাম সেটা করো তো।



(চিত্রগুপ্তের প্রস্থান)
(নারদ মুনির প্রবেশ)

নারদ মুনি : না রা য় ৎ, না রা য় ৎ।

যমরাজ : (আপন মনে) এসে গেছে সব ব্যাপারে কাঠি করার লোক (জোরে) আরে নারদ মুনি যে, আসুন আসুন, বসুন, কি নেবেন বলুন ঠাণ্ডা নাকি গরম?

নারদ মুনি : (আপন মনে) আগে কোনো স্পাইসি খবর পেলে ভালো হয় (জোরে) আরে না না... কিছুই নেবো না।

(আবারো আপন মনে) আমিই শুরু করি, উনি তো আর কিছু বলবেন বলে মনে হয় না।

তা লক্ষ্মীর খবর শুনলেন তো ! এমনিতেই তো এক্কেবারে মন্দা, তার উপর তিনমাস যাবত বাড়িতেই আছেন।

যমরাজ : এ আবার নতুন কি ! বরের সাথে একটু ঝামেলা হলেই চলে আসেন বাপের বাড়ি।

(এইসময় শবদেহ নিয়ে চিত্রগুপ্তের প্রবেশ)

নারদ মুনি : (যমরাজকে উদ্দেশ্য করে)

আপনারা তাহলে কথা বলুন, আমি একটু প্রভুর(মহাদেবের) দর্শন নিয়ে আসি।

না রা য় ৎ, না রা য় ৎ।

চিত্রগুপ্ত : (চিত্রগুপ্তের এক হাঁচি)

হা-অ্যা-অ্যা-অ্যা-ছো।

নারদ মুনি : (বিরক্ত হয়ে) দিলে তো শুভ কাজে ব্যাগরা ঘটিয়ে। বলি মাস্ক পড়তে পারো না? যতসব... !

(নারদ মুনির প্রস্থান)



চিত্রগুপ্ত : দেখলেন তো, আপনাকে কতবার বলেছি আমাকে একটা মাস্ক কিনে দিন। এখন দেখুন উনি আমায় কেমন কথা শুনিয়ে গেলেন।
যমরাজ : আঃ হা - চিত্রগুপ্ত! তুমি নারদের কথা ধরো না তো, ওর কাজ-ই এই। যাও তুমি বিশ্রাম নাও। আমি এই শব্দেহের ব্যবস্থা করি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(নারদ মুনির কৈলাসে আগমন)

দুর্গা : (অত্যন্ত রাগাঙ্ঘিত স্বরে) বলি তোমার কি কখনো আক্কেল জ্ঞান হবেনা? চার চারটে ছেলে মেয়ের বাবা হয়ে গেলে!



শিব : কেনো গো, কি হলো? আমি আবার কি করলাম?
দুর্গা : আবার বলছে কি করলাম। নন্দী ভূঙ্গিকে তো ছাড়িয়ে দিলে, বাড়ির এতো কাজ এবার কে করবে হ্যাঁ? তুমি করবে?



লক্ষ্মী : আরে তোমরা একটু আস্তে কথা বলো না, এখানে ফোনে আমি একটা দরকারি কথা বলছি তো নাকি! এমনিতেই মর্ত্যে বাজার খারাপ, তারপর আবার আমার ওনার (নারায়ণ) সাথে ঝামেলাটা মেটেনি। আর এনারা এদিকে চেষ্টামেচি করে সারা বাড়ি মাথায় তুলেছে। আর পারি না বাপু!



সরস্বতী : হ্যাঁরে দিদি, ঠিক বলেছিস। এমনিই আশ্ফানের জন্য নেটওয়ার্ক প্রবলেম। তার মধ্যে এনাদের তো রাতদিন লেগেই আছে। সকাল থেকে গুগল মিট -এ শান্তিতে ক্লাসটাও নিতে পারছিনা!



(এসব দেখার পর নারদ মুনি কাশতে কাশতে নিজস্ব অভিপ্রায়)

নারদ মুনি : একটু দরকারি কথা বলতে আসলাম তা আপনাদের যা ভাবমূর্তি এসব দেখে আমার মুড তাই খারাপ হয়ে গেল। তার মধ্যে শরীরটাও ভালো লাগছে না, ধুর! চললুম আমি।

(নারদ মুনির প্রশ্নান)



দুর্গা : হ্যাঁ সব দোষ তো আমার। আর সবাই তো ধোয়া তুলসি পাতা। ঠিক আছে আমি এবার থেকে মুখে কুলুপ এঁটে থাকবো। কিচ্ছুটি বলব না। আমিও দেখব দশ হাতে সংসার কে সামলায়। মর্ত্যবাসীর কাছে গিয়েই আমি ভ্যাকসিনের কথা বলব।

তৃতীয় অঙ্ক
(টিকার জালে করোনা)

প্রথম দৃশ্য
চরিত্র - দুর্গা, ওয়েটর, ভ্যাকসিন, মর্ত্যবাসী, মহাদেব, করোনা

মর্ত্যালোকের কথা : দেবি তুমি যখন একবার মুখ ফুটে বলেই দিলে তাহলে ভ্যাকসিনের ছাড়পত্র প্রকাশ পাক, মর্ত্যালোকের যা অবস্থা তা তো আর চোখে দেখা যায়না।

(করোনা স্বর্গের দ্বারে নক আর স্বর্গের দ্বার উন্মোচন)

মহাদেব : করোনা তুমি!...এখানে?

করোনা : কেনো? নিজে নিজে তো আসিনি। আপনার ওই চিত্রগুপ্তই তো টেনে আনলে, তারপর নারদ মুনি তা বহন করে সারা স্বর্গ রাউন্ড মারলে। আর আপনি খালি আমার দোষই দেখলেন!

মহাদেব : আচ্ছা যখন এসেই পরেছো তখন তাড়িয়ে তো দিতে পারিনা। আমি আমার চ্যালাদের বলে দিচ্ছি ওরা তোমার থাকার ব্যবস্থা করে দেবে।

করোনা : আচ্ছা মহারাজ আমি তাহলে একটু বিশ্রাম নিয়ে নিই। সকাল থেকে অনেক ধকল গেছে...
উফফফফ!

মহাদেব : আর শোনো, আমি বরং আজ সন্ধ্যায় অনলাইনে একটা মিটিং ডেকে নিই। তখন তুমি এসো, সন্ধ্যায় কথা হচ্ছে।

করোনা : আচ্ছা মহারাজ আপনার যা ইচ্ছা।

মহাদেব : আর মনে রেখো, আজ থেকেই স্বর্গে লকডাউন। আমি না বলা পর্যন্ত তুমি কিন্তু ঘরের বাইরে বেরোবে না এই বলে দিলুম।

করোনা : ঠিক আছে। আপনারা ওসব নিয়ম কানুন মানুন, আর খুব একটা বেরবেন না। বাইরে বেরোলেই খপাত করে ধরবো।

মহাদেব : হুম! তুমি যাও এবার বিশ্রাম নাও।

(করোনার প্রশ্নান)

মহাদেব : (ধীর গলায়) কি ডেঞ্জারাস চিজ রে বাবাহ! বলে কিনা বেরোলেই খপাত করে ধরবে। আমি বাবা বেরবোই না। এক্ষুনি গিয়ে ওদেরকে বলছি সারা বাড়ি স্যানিটাইজ করার কথা।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(করোনার বিশ্রাম ঘরে প্রবেশ করার পর)

করোনা : সকাল থেকে ফেবু তে একটাও **meme** শেয়ার করিনি,
যাই কয়েকটা **meme** শেয়ার করি।

(**fb scroll** করতে করতে)



করোনা : আরিব্বাস! এটা কে, হেব্বি দেখতে তো! কি ছবি
মাইরি। দেখেই ক্রাশ খেলাম তো! একটা ফ্রেন্ড রিকুয়েস্ট তো
পাঠিয়ে দিই তারপর দেখা যাক কি হয়।

(ভ্যাকসিনের সঙ্গে সঙ্গে ফ্রেন্ড রিকুয়েস্ট একসেপ্ট)

করোনা : আরে না! এতো সঙ্গে সঙ্গে একসেপ্ট করে নিল।
আমাকেও মনে হয় ওর ভালো লেগেছে। একটা ম্যাসেজ কি
করবো?

(মনে মনে) ডরকে আগে জিত হ্যায় করোনা।
করদে এক ম্যাসেজ।

(মাসেঞ্জারে কিছুদিন কথা বলার পর করোনা ও ভ্যাকসিনের
দেখা করার কথা)

তৃতীয় দৃশ্য

(**KFC** তে দুজনের প্রথম দেখা)
(করোনা আর ভ্যাকসিন মুখোমুখি বসে)

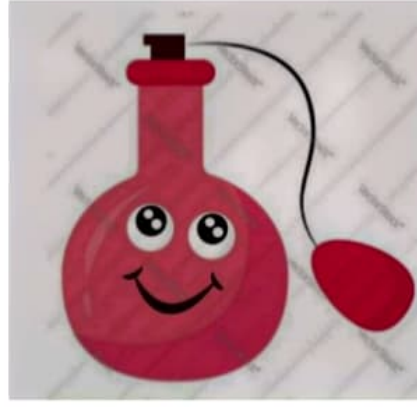
করোনা : কেমন আছো?

ভ্যাকসিন : এই তো চলছে! তুমি কেমন আছো?

করোনা : আমি তো সবসময়ই ভালো থাকি। তারপর বলো
আসতে কোন সমস্যা হয়নি তো?

ভ্যাকসিন : না না তেমন কোন সমস্যা হয়নি। রাস্তা তো ফাকাই
ছিল তোমার জন্য।

করোনা : তাহলে কিছু অর্ডার করি?



ভ্যাকসিন : হ্যাঁ হ্যাঁ। তোমার যা ইচ্ছে।
করোনা : ওয়েটর! যো কাপ মে বরফ ভাসতা হ্যায় অউর খাতে খাতে
ঠাণ্ডা লাগতা হ্যায় ও ওয়ালা কফি অউর এক পেলেট গরমাগরম
চিকেন পকোড়া।
ওয়েটর : ওকে স্যার।

করোনা : আসলে না আমার তোমাকে কিছু বলার আছে।
ভ্যাকসিন : হ্যাঁ এতে সংকোচ কিসের, বলো না।
করোনা : আমার মনে হয় আমি তোমাকে খুব পছন্দ করি।
ভ্যাকসিন : (মুচকি হেসে) আর আমি তোমাকে এতোটাই পছন্দ করি যে
তোমাকে নিজের জীবন সাথী করতে চাই। তুমি এই ব্যাপারে কিছু ভাবো
নি?
করোনা : ভাবিনি বই কি, আমি তাহলে আজই তোমার মা বাবার সাথে
কথা বলি?
ভ্যাকসিন : হ্যাঁ বলেই দেখো।



করোনা : আমার তোমাকে কিছু দেওয়ার ছিল, হাত টা বাড়াও একটু।
(ভ্যাকসিনের হাতে আংটি পড়িয়ে দুজনে গন্ধর্ব্য মতে বিয়েটা সেরেই
ফেলল)

(নেপথ্যে)

মহাদেব : যা বাবা! পাঠালাম ওনাকে মারতে আর ওনাদের ওদিকে
আংটি আদান প্রদান হয়ে গেলো।

আরে কিগো শুনছ এসব তো আমার মাথার ওপর দিয়ে চলে
গেলো, ব্যাপারটা কি হল বলো তো?

দুর্গা : কাহানিমে খোরা টুইস্ট হে মেরে প্রভু। আগে আগে দেখো হোতা হে
ক্যায়া।

চতুর্থ দৃশ্য

(পরের দিন করোনা ও ভ্যাকসিনের কথোপকথন)

ভ্যাকসিন : আমাদের এই সম্পর্কটা আর বেশিদিন এগোনো যাবেনা,
আমার বাড়ির লোক আমাদের সম্পর্কটা মানবে না।

করোনা : হটাৎ এই ধরনের সিদ্ধান্ত! হটাৎ করে কোনো সিদ্ধান্ত নিও না।
একবার ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখো। এই সম্পর্ক বিচ্ছেদ হয়ে গেলে আমরা
দুজনের কেউই ভালো থাকবো না।

ভ্যাকসিন : আমি ঠাণ্ডা মাথায় ভেবেই সিদ্ধান্তটা নিয়েছি আর দেখো
আমি একটা জয়েন্ট ফ্যামিলি থেকে বিলং করি। আমি ছোট থেকেই
সবার সাথে মিলেমিশে থাকতে শিখেছি। সবার ভালো করার শিক্ষাই
পেয়েছি, কখনো কারুর খারাপ বা ক্ষতি করার শিক্ষা পাইনি। আর তুমি
ঠিক তার উল্টোটাই করছো। সবার ক্ষতি করে বেরাচ্ছে। সবার
আপনজনকে তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছ।

করোনা : ওগো আমি তোমাকে ভালোবাসি, হয়তো নিজের থেকেও বেশি,
তুমি আমাকে এভাবে একা ফেলে যেওনা। আমি কি নিয়ে বাঁচবো।

ভ্যাকসিন : (কাতর কণ্ঠে) সরি...! আমাকে ভুল বুঝোনা।

চতুর্থ অঙ্ক

(প্রথম দৃশ্য)

(শুভস্য সমাপ্তি)

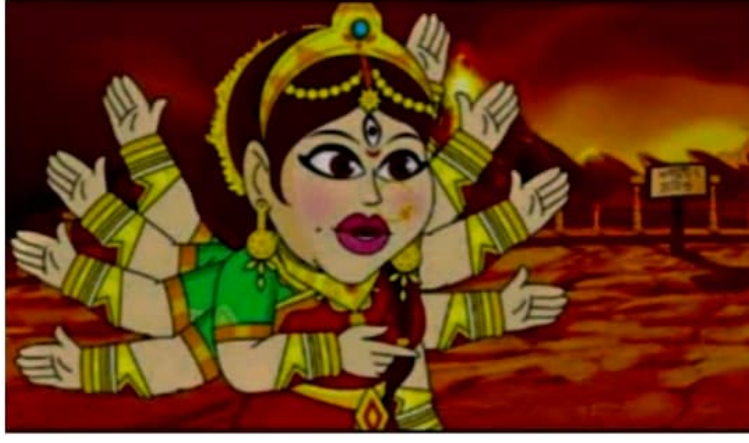
(চরিত্রগঠন - এখানে পূর্বপরিচিত সমস্ত চরিত্রের পুনরাগমন এবং
আলাপচারিতা এবং মূল চরিত্রে করোনা এবং ভ্যাকসিন)

(করোনা ভ্যাকসিনের উপর অভিমান করে দিনদিন আক্রান্তের সংখ্যা
বৃদ্ধি)

মানুষ (দেবতাকে উদ্দেশ্য করে) : ও ঠাকুর এ কি করলে! এ তো হিতে
বিপরীত হয়ে গেলো। করোনা তো আরও বেশি আক্রান্ত করছে।

দুর্গা : সত্যিই বেটা করলো কি! এদিকে আমি তো সন্ধ্যাবেলা স্যানিটাইজ
করেছি, মাস্ক পড়াচ্ছি সবাইকে। আর কি করবো, নিজের দশহাত নিয়েই
একে পারছি না। এর মধ্যে নারদ মুনি কেশে আরও কাজ বাড়িয়ে দিল।

তবে সবুর করো। সবুরে মেওয়া ফলে। আর মানুষ বেশে আমি তো
সবসময় তোদের পাশেই আছি। কখনও ডাক্তার আবার কখনও
পৌরকর্মী হিসেবে আবার আরও নানান রূপে। তোদের কাছেই তো আছি
আমি, তোরা এতো চিন্তা করিস না। তোরা শুধু দেখ ভ্যাকসিনকে কীভাবে
করোনার কাছে আনা যায়। বাদবাকি আমি দেখাচ্ছি।



মানুষ : আমরা আমাদের এদিক দিয়ে আমাদের যথা-সাধ্য চেষ্টা করছি। তুমি শুধু আমাদের সহায় থেকে।

(দ্বিতীয় দৃশ্য)

(করোনা ও ভ্যাকসিন দুজন দুজনের প্রতি অসম্ভব টান অনুভব করে এবং পুনরায় তাদের সাক্ষাৎ)

ভ্যাকসিন : অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও আমি আর পারছি না তোমায় ছেড়ে থাকতে।
করোনা : আমি তো তোমাকে ছাড়া এক মুহূর্তও থাকতে পারছি না গো। প্রতিটা মুহূর্ত তোমার স্মৃতি আমাকে তারা করে বেড়াচ্ছে। চলোনা আমরা বিয়ে করে নিই।
ভ্যাকসিন : কিন্তু আমার একটা শর্ত আছে। কথা দাও তুমি আর কারোর ক্ষতি করবে না। তোমার জন্য আর কোনো মানুষ তার আপনজনকে হারাবে না।
করোনা : কিন্তু তোমার ওই প্রিয় মানুষদের জন্যই পরিবেশ এতো দূষিত থাকে। এখন আমার জন্যই পরিবেশ, পশুপাখি সবাই স্বস্তিতে আছে। বায়ু, জল, মাটি দূষণ মুক্ত হয়েছে কিছুটা হলেও। পশুপাখিরা অবাধে ঘুরতে পারছে এতদিন, তার বেলা! আমার খারাপ টাই দেখছ শুধু, ভালো দিকগুলোও দেখো।
ভ্যাকসিন : সব বুঝলাম, কিন্তু মানুষ ছাড়া প্রকৃতির এতো সৌন্দর্য উপভোগ করবে কে? আমি আর তুমি?
করোনা : ওগো, আমি তোমার সব কথাই বুঝলাম কিন্তু আবার সবকিছু আগের মতো হতে গেলে আমার তো তোমাকে চাই-ই চাই। কারন আমি তো মানুষের শরীরে ভীষণ পরিমানে ছড়িয়ে পড়েছি।
ভ্যাকসিন : আমি তো তোমার সঙ্গ দেবো সারাজীবন। কোথাও যাবো না তোমায় ছেড়ে। আমি তোমাকে আবার ঠিক করে দেবো।
করোনা : তবে আমারও একটা শর্ত আছে। তুমি আমায় কথা দাও মানুষ আর কোনো অনিয়ম করবে না। সব নিয়ম মারফিক করবে। সময় মতো হাত ধোবে, স্যানিটাইজ করবে, মাস্ক পরবে। আর এই সুন্দর পরিবেশকে দূষিত করবে না, যাতে পশুপাখিরাও এই পরিবেশকে সমানভাবে উপভোগ করতে পারে।
ভ্যাকসিন : হ্যাঁ গো হ্যাঁ। আমি কথা দিচ্ছি। মানুষের যা শিক্ষা হওয়ার হয়েছে। আর ওদের কষ্ট দিওনা গো।
করোনা : তাহলে আমরা এবার বিয়েটা সেরেই ফেলি।
ভ্যাকসিন : হ্যাঁ গো চলো চলো।

তৃতীয় দৃশ্য
(বিয়ের পর)

ভ্যাকসিন : তাহলে এবার আমরা নিজেদের সংসার করি। মানুষ মানুষের মতো থাক কি বলো?
করোনা : হ্যাঁ ঠিক আছে। তাহলে আমি যাই একটু বাজার দিয়ে ঘুরে আসি।
ভ্যাকসিন : সে কি গো! কি বলো এসব! আমরা দুজন সাত জন্মে বাঁধা পড়েছি। তোমায় আমি কখনও একা ছাড়তে পারি!
তবে সতীর পুণ্যে পতির পুণ্য
আমি যাব আগে, তুমি যাবে পাছে।
তুমি আমি সর্বদা রব কাছে কাছে,
এভাবেই সুখ ছড়াবে সকল সংসার মাঝে।
এর থেকে আনন্দের আর কিবা আছে।



পায়েল ঘোষ, পিয়ালী
ঢালী, সুমনা ভুক্ত, রত্না
পাল, সীশিকা সরকার

দ্বিতীয় বর্ষ



—:समाप्त:—